

পাঠের ক্ষেত্রে অক্ষমতার ধরনসমূহ

গ্রেচেন ভিয়েস্ট্রা, MA

শেখার পার্থক্য সম্পর্কে শিক্ষক এবং পরিবারবর্গকে, বিশেষজ্ঞ-পরীক্ষিত, প্রমাণ-ভিত্তিক সংস্থানগুলি প্রদান করতে আমরা Understood.org এর সাথে অংশীদারিত্ব করেছি।

পাঠের ক্ষেত্রে অক্ষমতা – যা পাঠবিকার নামেও পরিচিত – হল সুনির্দিষ্ট শিক্ষাগত অক্ষমতা যা পাঠ করাকে চ্যালেঞ্জিং করে তোলে। পাঠের ক্ষেত্রে অক্ষমতার সবচেয়ে পরিচিত ধরন হলো **ডিসলেক্সিয়া**। কিন্তু সব পাঠের ক্ষেত্রে অক্ষমতাই ডিসলেক্সিয়া নয়।

পাঠের ক্ষেত্রে অক্ষমতার শিকার হওয়া ব্যক্তির সাধারণত নিচের তিনটি ক্ষেত্রের মধ্যে একটি, দুইটি বা সবগুলো ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন:

- শব্দ পাঠের ক্ষেত্রে নির্ভুলতা
- পাঠ করে বুঝতে পারা
- পাঠে সাবলীলতা

বিভিন্ন ধরনের পাঠের ক্ষেত্রে অক্ষমতা সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য এখানে দেওয়া হল।

1. শব্দ পাঠের নির্ভুলতা নিয়ে সমস্যা হওয়া

শব্দ পাঠের নির্ভুলতা নিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হওয়া ব্যক্তির কথ্য ভাষার ধ্বনিগুলো আলাদাভাবে উচ্চারণ করতে হিমশিম খান। এছাড়া সেসব ধ্বনির সঙ্গে লিখিত প্রতীক মেলানোর ক্ষেত্রেও তারা সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। এই বিষয়টি **ধ্বনিগত সচেতনতা** নামে পরিচিত।

শব্দ পাঠের নির্ভুলতা নিয়ে সমস্যা হওয়ার বিষয়টি শব্দ উচ্চারণ করা বা “**ডিকোড**” করাকে অপেক্ষাকৃত কঠিন করে তোলে। এটি সাবলীল ও নির্ভুলভাবে পাঠ করাকে কঠিন করে তোলে।

সাধারণত ডিসলেক্সিয়া নিয়ে কথা বলার সময় লোকজন শব্দ পাঠের নির্ভুলতা নিয়ে সমস্যা হওয়ার বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করে।

2. পাঠ করে বুঝতে পারার ক্ষেত্রে সমস্যা হওয়া

পাঠ করে বুঝতে পারার অর্থ হলো কী পাঠ করা হচ্ছে তা বুঝতে পারা। পাঠ করে বুঝতে পারার ব্যাপারে সমস্যার সম্মুখীন হওয়া ব্যক্তিদের নিম্নলিখিত সমস্যা হতে পারে:

- শব্দের অর্থ
- তথ্য একসূত্রে গাঁথা
- নিজেদের বোধগম্যতা পর্যবেক্ষণ করা
- অনুমান করা
- তারা যা পড়েছেন তা মনে রাখা

শব্দ পাঠের নির্ভুলতা নিয়ে সমস্যা হওয়া প্রায় ক্ষেত্রেই পাঠ করে বুঝতে পারা সংক্রান্ত সমস্যার সাথে একসঙ্গে ঘটে থাকে। কিন্তু পাঠ করে বুঝতে পারা নিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হওয়া কিছু ব্যক্তির শব্দ ডিকোড করতে কোনো অসুবিধা হয় না – তারা কেবল কী পড়েছেন তা বুঝতে পারেন না।

পাঠ করে বুঝতে পারার ব্যাপারে সমস্যার সম্মুখীন হওয়া কিছু ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট কিছু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, তাদের **ভাষাগত বৈকল্য** থাকতে পারে, যা লোকজন ভাষাকে কীভাবে ব্যবহার করেন ও প্রক্রিয়া করেন সে বিষয়টিকে প্রভাবিত করতে পারে। অথবা তাদের **সক্রিয় স্মৃতি নিয়ে সমস্যা হতে পারে**, যার ফলে কী পড়া হয়েছে তা মনে রাখা কঠিন হতে পারে।

3. পাঠের সাবলীলতা নিয়ে সমস্যা হওয়া

পাঠের সাবলীলতার অর্থ হলো গতি, নির্ভুলতা এবং সঠিক প্রকাশভঙ্গী নিয়ে পাঠ করা। পাঠের গতি, যেটিকে পাঠের হারও বলা হয়, হল কোনো ব্যক্তি প্রতি মিনিটে কয়টি শব্দ সঠিকভাবে পাঠ করতে পারেন সেই সংখ্যা। সাবলীল পাঠকরা ভালো গতি বজায় রেখে নির্ভুলভাবে পাঠ করতে সক্ষম। যখন তারা আওয়াজ করে পড়েন, তারা সেটা এমনভাবে করেন যা থেকে দেখা যায় যে তারা বাক্যের কাঠামো ও যতিচিহ্নের ব্যবহার বুঝতে পেরেছেন।

সাবলীলতা সংক্রান্ত সমস্যার সম্মুখীন হওয়া ব্যক্তিদের নির্ভুলভাবে শব্দগুলো পাঠ করতে এবং সেগুলোর অর্থ বুঝতে অন্যদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি সময়ের প্রয়োজন হয়। এছাড়াও তারা হয়তো প্রকাশভঙ্গী ছাড়াই আওয়াজ করে পাঠ করতে পারেন।

ডিসলেক্সিয়া রয়েছে এমন বহু ব্যক্তি সাবলীলতা নিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হন। সাবলীলতা নিয়ে সমস্যা হওয়াটা **প্রক্রিয়া করার ধীর গতির** সাথেও সম্পর্কিত হতে পারে।

পাঠের ক্ষেত্রে অক্ষমতা শেখাকে প্রভাবিত করে, কিন্তু এটি বুদ্ধিমত্তার কোনো সমস্যা নয়। পাঠের ক্ষেত্রে অক্ষমতা রয়েছে এমন ব্যক্তির তাদের সমবয়সীদের মতোই বুদ্ধিমান।

এবং পাঠের ক্ষেত্রে সব অসুবিধার জন্য পাঠের ক্ষেত্রে অক্ষমতা দায়ী নয়। উদাহরণস্বরূপ, মনোযোগ দিতে সমস্যা হওয়া পাঠ করার প্রতি মনোনিবেশ করাকে কঠিন করে তুলতে পারে। দৃষ্টিশক্তির সমস্যা শব্দের ট্র্যাক রাখাকে কঠিন করে তুলতে পারে।

কোন বিষয়গুলো পাঠের ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি করতে পারে সে সম্পর্কে আরো জানুন।

লেখক

গ্রেচেন ভিয়েস্ট্রা, MA, Understood-এর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক এবং “In It” (ইন ইট) পডকাস্টের কো-হোস্ট। তিনি স্কুল, সংগঠন, ও অনলাইন লার্নিং স্পেসে শিক্ষকতা ও কর্মসূচি ডিজাইন করার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন প্রাক্তন শিক্ষক।

পর্যালোচক

এলেন ব্র্যাটেন, PhD, ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতালে LEAP (শিক্ষণ এবং মানসিক মূল্যায়ন কর্মসূচি)-এর ডিরেক্টর।